সদানন্দযোগীন্দ্রপ্রণীত বেদান্তসারের
মঙ্গলশ্লোক আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম শাখা হল বেদান্ত। এই বেদান্তদর্শন আবার দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত ইত্যাদি প্রকারে দশধা বিভক্ত। এই দশপ্রকার বেদান্তদর্শন গুলির মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত মূর্ধন্য স্থান অধিকার আছে। বেদান্তদর্শনের মূলভূত আকর গ্রন্থ হল উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদগীতা। এই তিনটি গ্রন্থরত্ন প্রস্থানত্রয়ী নামে পরিচিত। উপনিষদকে শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র সূত্র বা ন্যায়প্রস্থান এবং স্মৃতিপ্রস্থান হল ভগবদগীতা। ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা হলেন বাদরায়ণ ব্যাসদেব।

প্রারম্ভিকস্তরে অদ্বৈতবেদান্তের সুখবোধের জন্য প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ হল বেদান্তপরিভাষা ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের লেখা। আলোচ্য এই বেদান্তসার গ্রন্থের রচয়িতা হলেন যতিশ্রেষ্ঠ সদানন্দ। যার চিত্ত সর্বদা সচ্চিদানন্দ আত্মাতে নিবিষ্ট থাকে এবং যিনি আত্মসুখকেই পরম সুখরূপে নিশ্চিতভাবে জানেন, তিনি সদা আনন্দ অনুভব করেন। সদানন্দেরও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্বে মন সদা যুক্ত থাকে, তাই তিনি সদানন্দ। সদানন্দ যোগীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেই কারণে তাকে যোগীন্দ্র বলা হয়। জীবের কল্যাণের জন্য গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত সদানন্দ শিষ্টাচার অনুসারে গ্রন্থের প্রারম্ভে ইষ্টদেবতার নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ করেছেন অখণ্ডং সচ্চিদানন্দম্ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা শিষ্টপরম্পরা। শুভকর্মের প্রারম্ভে যে সকল নমস্কারাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেগুলিই মঙ্গলক্রিয়া। মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন হল বিঘ্ন বিনাশ ও শিষ্যেদের শিক্ষা। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি অর্থাৎ শুভকর্মে বিঘ্ন বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। উপস্থিত বহুবিধ বিঘ্ন নাশের জন্য বিবেকবান ব্যক্তিরা মঙ্গলাচরণ করেন। মঙ্গলক্রিয়া সেই বিঘ্নরাশিকে বিনাশ করে কর্মসমাপ্তির পথ প্রশস্ত করে দেয়। শিষ্যরা বা পরবর্তী প্রজন্ম যাতে এই মঙ্গলক্রিয়া যথাবিধি পরিপালন করে সেই কারণেও তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যও বয়োজ্যেষ্ঠরা এই মঙ্গলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।

আলোচ্য বেদান্তসার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ হল-

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽষ্টসিদ্ধয়ে।। ইতি।।

পদচ্ছেদ- অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানং অখিলাধারং আশ্রয়ে অভীষ্টসিদ্ধয়ে।

অন্বয়- (অহং সদানন্দয়োগীন্দ্রঃ) অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্মনসগোচরম্ অখিলাধারং আত্মানং অভীষ্টসিদ্ধয়ে আশ্রয়ে।

বাংলা অর্থ- অখণ্ড সর্বব্যাপী, নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দময়, এবং বাক্যমনের অগোচর অথচ সমস্ত জগতের আধার, এইরকম পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) আমি অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আশ্রয় করি।

পদপরিচয়-

অখণ্ডং- [ন খণ্ডঃ অখণ্ডঃ ইতি নঞ্ তৎপুরুষসমাসঃ। তং অখণ্ডং, ভেদরহিতং] (অখণ্ড, পুং, দ্বিতীয়া একবচন) (ভেদরহিত, অনন্ত)

সচ্চিদানন্দং [সচ্চাদঃ চিচ্চেতি সচ্চিৎ, সচ্চিৎ চাদঃ আনন্দশ্চেতি সচ্চিদানন্দঃ, তং সচ্চিদানন্দং কর্মধারয়সমাসঃ (সত্যস্বরূপঃ জ্ঞানস্বরূপঃ সুখস্বরূপঃ আত্মা ইত্যর্থঃ] (সত্য জ্ঞান এবং সুখই স্বরূপ যার তিনি সচ্চিদানন্দ পুং, দ্বিতীয়া একবচন)

অবাঙ্মনসগোচরমং- [বাক্ চ মনশ্চ ইতি বাঙ্মনসে দ্বন্দ্বসমাসঃ, তয়োঃ গোচরঃ ইতি বাঙ্মনসগোচরঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসঃ, ন বাঙ্মনসগোচরঃ ইতি অবাঙ্মনসগোচরঃ নঞ্ তৎপুরুষসমাসঃ তং অবাঙ্মনসগোচরং। ইন্দ্রিয়াতীতং ইত্যর্থঃ] (অবাঙ্মনসগোচর, পুং, দ্বিতীয়া একবচন) (বাক্য ও মনের দ্বারা অজ্ঞাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাকে জানা যায় না)

অখিলাধারং- [অখিলস্য আধারঃ ইতি অখিলাধারঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসঃ তং অখিলাধারং। সর্বজগদাশ্রয়ভূতং] (অখিলাধার, পুং, দ্বিতীয়া একবচন) (সমগ্র জগতের আধার)

আত্মানং- [ব্রহ্ম] (আত্মন্, পুং, দ্বিতীয়া একবচন) (আত্মাকে)

অভীষ্টসিদ্ধয়ে- [অভীষ্টস্য সিদ্ধিঃ অভীষ্টসিদ্ধিঃ ইতি ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসঃ তস্যৈ ইতি অভীষ্টসিদ্ধয়ে। বাঞ্ছিতবস্তুপ্রাপ্তয়ে] (অভীষ্টসিদ্ধি, স্ত্রী, চতুর্থী একবচন) (অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য)

আশ্রয়ে- [শরণং প্রপদ্যে] (আ+শ্রি ধাতু, উত্তম পুরুষ একবচন) (শরণ নিচ্ছি)

মঙ্গলশ্লোকের তাৎপর্য- গ্রন্থকর্তা উক্ত মঙ্গলশ্লোকে সকল জীবের আত্মভূত সেই পরম আত্মাকে আশ্রয় করার কথা বলেছেন 'আশ্রয়ে' এই ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করে। সাক্ষাৎ নমামি এই রকম নমস্কারবোধক কোন ক্রিয়াপদ এবং শিবগণেশাদি কোন দেবতার নাম প্রযুক্ত না হলেও, ইষ্টদেবতার সশ্রদ্ধ স্মরণ দ্বারাও তার বন্দনা হয়। কেননা বৃহদারণ্যকোপনিষদে "এষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ (১/৪/৬)" এই বাক্যে আত্মাকে সকল দেবতার আত্মভূত বলা হয়েছে। সেই কারণে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। 'আশ্রয়ে' এই ক্রিয়াপদে গ্রন্থকার সদানন্দ পরমকল্যাণস্বরূপ আত্মবস্তুকে স্মরণ করেছেন।

এই আত্মা কি রকম তা অখণ্ডম্ ইত্যাদি পদের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। খণ্ড শব্দের অর্থ হল ভেদ। যাতে কোন ভেদ নেই সে অখণ্ড। ভেদ শব্দে স্বগত, সজাতীয় এবং বিজাতীয় এই তিন প্রকার ভেদ গৃহীত হয়। স্বগত ভেদ হল বস্তুর অন্তরঙ্গ ভেদ। যেমন বৃক্ষের সঙ্গে তার শাখা, পল্লব প্রভৃতির ভেদ হল স্বগত ভেদ। একটি বৃক্ষের সাথে অপর বৃক্ষের যে ভেদ তাকে সজাতীয় ভেদ বলে। আর বৃক্ষের সাথে মানুষ প্রভৃতির যে ভেদ তাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। এই তিন প্রকার ভেদ আত্মাতে অবিদ্যমান। অদ্বৈতবেদান্তে আত্মাকে নিরবয়ব বলা হয়। যা নিরবয়ব তার স্বগতভেদ সম্ভব নয়। তিনি পরম সত্তা। তিনি সর্বত্র কার্যপ্রপঞ্চে অনুস্যূত আছেন বলে ঘটপটাদি সদ্রূপে প্রতীত হচ্ছেন। অতএব বৃক্ষান্তরের ন্যায় সত্তান্তর না থাকায় আত্মার সজাতীয় ভেদ নেই। আর ব্রহ্ম বা আত্মা ছাড়া যা কিছু সবই মিথ্যা, অসৎ। মিথ্যা বস্তু সত্যভেদের নিরূপক হতে পারে না। তাই আত্মার বিজাতীয় ভেদ নেই। এই রূপে আত্মার ভেদ সিদ্ধ না হওয়ায় আত্মা অখণ্ড ইহা স্বতঃই উপপাদিত হয়। যদিও অদ্বৈতী ভেদের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু ব্যবহার উপপাদনের জন্য তার ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। অন্যথায় দৈনন্দিন ভেদমূলক অখিল ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এছাড়া বলা হল সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা। আত্মা সৎ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ। বস্তু যে রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে সেই রূপটি যদি অক্ষুণ্ন থাকে তবে সেই বস্তুকে সৎ বা সত্য বলা হয়। ব্রহ্মের রূপ অবিকারী, তিনি সদৈকরূপ। তাই তিনি সত্য। ব্রহ্ম চিৎ, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মকে চৈতন্যস্বভাব বলার তাৎপর্য হল ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হতে পারেন। এখন ব্রহ্ম যদ্যপি অখণ্ড, সত্য এবং স্বপ্রকাশ হন তথাপি তাকে লাভ করার জন্য জীবের প্রবৃত্তি নাও হতে পারে। কেননা যা সুখসাধন তাতে পুরুষ প্রবৃত্ত হন। তাই ব্রহ্মের সুখস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হচ্ছে আনন্দ এই পদের দ্বারা। ব্রহ্ম আনন্দ অর্থাৎ স্বখস্বরূপ। ব্রহ্মের আনন্দরূপতাতে শ্রুতি প্রমাণ হল 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ- ৩/৯/২৮), 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ- ৩/৬/১)।

প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে বিধিমুখে প্রতিপাদন করলে অনেক প্রকার সংশয় জন্মাতে পারে তাই 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নয় এই রূপে নিষেধমুখে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হয়েছে শ্রুতিতে। গ্রন্থকর্তাও শ্রুতি অনুসরণ করে বলেছেন অবাঙ্মনসগোচর আত্মা। অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্ ও মনের অতীত। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এখানে সকল ইন্দ্রিয়ের বোঝানো হয়েছে। সকল ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা আত্মাকে বিষয় করা যায় না। বাক্ ইত্যাদির অতীত বলার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম কোন শব্দের বাচ্য হয় না। তিনি শব্দবাচ্য না হলেও শব্দের লক্ষ্য হতে পারেন। অদ্বৈতমতে শব্দ তার অভিধাবৃত্তি বা বাচ্যবৃত্তির মাধ্যমে উপাধি দ্বারা উপহিত আত্মার বোধক হয়। মনের অগোচর আত্মা বলতে এখানে ব্রহ্ম অশুদ্ধ মনের অবিষয় বুঝতে হবে। নির্মল পাপমুক্ত মন শুদ্ধ আত্মাকে গ্রহণ করতে সক্ষম তা 'দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের দ্বারা বলা হয়েছে। এখানে বুদ্ধিশব্দের অর্থ মন এবং অগ্র্যা শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ নির্মল। ব্রহ্ম নির্মল মনের দ্বারা দৃষ্ট হন।

সচ্চিদানন্দ ও অবাঙ্মনসগোচর পদের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলা হয়েছ। স্বরূপমেব লক্ষণং স্বরূপলক্ষণম্। যা বস্তুর স্বরূপের অন্তর্গত হয়ে অপর বস্তুগুলির ব্যাবর্তক হয় তাকে স্বরূপলক্ষণ বলে। ব্রহ্মের

স্বরূপলক্ষণ বলে গ্রন্থকার অখিলাধার পদের দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ বলেছেন। যা লক্ষ্যের অন্তর্গত না হয়ে বা লক্ষ্য হতে ভিন্ন হয়ে লক্ষণ হয় তাকে তটস্থলক্ষণ বলে।

ব্রহ্ম অখিল প্রপঞ্চের আধার অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপে উপাদান। ব্রহ্ম থেকেই এই জগতের উৎপত্তি, এই ব্রহ্মতেই তার স্থিতি এবং ব্রহ্মতেই তার প্রলয় হয়। তাই এই সমগ্র জগতের আধার ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে এবং আনন্দই সকল জীবের পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মের সেই আনন্দ নিত্য এবং উৎকৃষ্ট। সেই ব্রহ্মকে জানতে পারলে জীবও নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করতে পারবে। যিনি বাহ্য প্রপঞ্চের আধার ব্রহ্ম তিনিই দেহাদির অধিষ্ঠান আত্মা। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হন। ব্রহ্মকে জানতে পারলে পুরুষ সচ্চিদানন্দই হয়ে যায়। আর তাই গ্রন্থকর্তা ব্রহ্মাভিন্ন আত্মাকেই আশ্রয় করেছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম হতে অভিন্নরূপে আত্মাকে মনন করছেন। এই মননের ফল হল অভীষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ অভিলষিত মোক্ষের প্রাপ্তি অথবা গ্রন্থসম্পাদনের দ্বারা জীবের কল্যাণসাধন, অথবা উভয়ই। ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই প্রধান। অদ্বৈতবাদে মোক্ষ জ্ঞানসাধ্য এবং ঐ জ্ঞান শ্রবণমননাদি দ্বারা মুমুক্ষুকে স্বয়ং অর্জন করতে হয়। জীবের এই তত্ত্বজ্ঞান লাভে গুরু তার মার্গদর্শক হয়ে সহায়তা করেন। সাধনান্তে জীবব্রহ্মের ঐক্যরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে জীব মুক্ত হয়ে যায়।

***